দৈনিক জনকণ্ঠ

01 JUN 199?

তারিখ 01 JUN
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ?

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসার ব্যাপারটা হনুজ দূর অস্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতের যোগ্য সুশিক্ষিত মানুষ গড়ার কেন্দ্র। শিক্ষার্থীরা-তরুণরা সেখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যায়, অভিজ্ঞ শিক্ষকরা সেখানে তাঁদের শিক্ষাদান করেন। সেখানে দরকার সবসময়ের জন্য লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় থাকা, যে-পরিবেশ শুধু হৈচৈ কিংবা গণ্ডগোলমুক্তই নয়, যে-পরিবেশ হবে সকলের সঙ্গে সকলের পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ, প্রীতিপূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন, অধ্যয়নের উপযোগী আবহসম্পন্ন। কিন্তু এ কী অবস্থা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয়? কী সব কাণ্ড ঘটছে সে সব স্থানে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর? জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রের বদলে সেগুলো কি কালে স্থায়ীভাবে লাঠালাঠি চর্চার আখড়ায় পরিণত হবে? ক্রনিক ব্যাধির মতো ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোয় যেসব কাণ্ড ঘটে চলেছে, সেগুলো কি তারই আলামত? এই আলামত মোটেই কোন শুভ লক্ষণ নয়। যদি এমন চলতেই থাকে তাহলে ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ একদিন শেষ পর্যন্ত শিকয় উঠবে। অবশেষে একদিন এগুলোর সাইনবোর্ড পরিবর্তন করে ফেলার প্রয়োজন দেখা দেবে কিনা সেটাই ভাবনার বিষয়। আমাদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সার্বিক সুস্থ-সৌহার্দ-সম্প্রীতির আবহাওয়া উধাও হয়ে গিয়ে যে-আবহাওয়া ধীরে ধীরে ভালমতো জায়গা করে নিচ্ছে, তাতে দেশের যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উদ্বিগ্ন হবেন, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা দেখে এখনই তাঁরা হতাশ, এখনই অভিভাবকবৃন্দের অনেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, এখনই বিপুল সংখ্যক ছাত্র চিন্তিত। যারা এ ধরনের কাজ করে কিংবা এ ধরনের কাজে ইন্ধন যোগায়, উদ্বিগ্ন বা চিন্তিত নয় শুধু তারাই। তারা চিন্তিত হলে এ ধরনের ঘটনা বার বার ঘটতো না। এসবের পুনরাবৃত্তি বহু আগেই বন্ধ হয়ে যেত। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মারামারি, ফাটাফাটি, দ্বন্দ্বসংঘাত, তাণ্ডব, ভাংচুর, সংঘর্ষ ইত্যাদি থেমে নেই। এ সবের ফলে শুধু শিক্ষার পরিবেশই নষ্ট হচ্ছে না, শিক্ষার্থীদের সময়ের অপচয় হচ্ছে না, সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক এবং ক্ষতিকর ব্যাপার হচ্ছে আমাদের অনেক সম্ভাবনাময় তরতাজা তরুণকে জীবনও দিতে হচ্ছে এই সব মারামারি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে। এরই মধ্যে বেশ কিছু জীবন গেছে। বহু সংখ্যক ছাত্র আহত হয়েছে এবং ক্ষতি হয়েছে যথেষ্ট সময় ও সম্পদের। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে। এগুলোতে বিরাজ করছে কেমন পরিবেশ, এগুলোতে শিক্ষাদানের এবং গ্রহণের প্রক্রিয়া কতখানি সুষমভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করছে আমরা আগামী শতাব্দীর সুকঠোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সত্যিকারভাবে সফল হতে পারবো কি পারব না। কিন্তু অবস্থা দেখে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমর্থ হওয়ার ব্যাপারে রীতিমতো সংশয় জাগ্রত হয়! স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে, সংখ্যা বেড়েছে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের। সব মিলিয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও দেশের উচ্চ শিক্ষার বেশির ভাগ বিদ্যাপীঠের শিক্ষাদান ও গ্রহণের পরিবেশের যে বারোটা বেজে যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিকতার অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কলুষিত করছে শিক্ষার ক্ষেত্রকেও। এর ওপর নানা রাজনৈতিক দুর্বুদ্ধি ও স্বার্থ থাবা বিস্তার করে অশুভ ছায়া ফেলছে শিক্ষাঙ্গনে। ফলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সময়ে সময়ে চলছে হাঙ্গামা, বন্দুকযুদ্ধ, রক্তপাত। কোথাও কোথাও দ্বন্দ্ব-সংঘাত শিকড় গেড়ে বসছে, ফলে দীর্ঘায়িত হচ্ছে এসব। আর সেজন্য স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে বারংবার। গত পরশু দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেল, বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। বন্ধ করা হয়েছে কলেজটির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল কেন? এটা কি সত্যি সত্যিই নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য। ঐ কলেজটির পরিস্থিতি হঠাৎ করে অবনতি ঘটেছে, এমনও নয়। গত দু'মাস ধরে সেখানে ঘটছে একের পর এক সংঘর্ষ। এর অবসান ঘটছে না, শেষ হচ্ছে না এই দুঃখজনক অবস্থা। খবরটি থেকে জানা যায়, কলেজটির শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হওয়ার কারণ দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যকার বিবাদ, ছাত্রদের অনেকেই হোস্টেল ত্যাগ করেছে নিরাপত্তাহীনতার কারণে। বিষয়টি অতীব দুঃখজনক। যত বিরোধই থাক, শিক্ষার স্বার্থে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নিরীহ ছাত্রছাত্রীর স্বার্থে অবিলম্বে তা মিটিয়ে ফেলাই উচিত।

খবরে জানা যায়, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের সভা হয়েছে কলেজটির পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য। অতীতেও বিভিন্নভাবে চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আসল কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দূর হয়নি বিরোধ। কোন বিরোধই মীমাংসার বাইরে নয়। মীমাংসার চেষ্টাই করা উচিত সংশ্লিষ্ট সকলের। এ ব্যাপারে উদ্যোগী যে কেউ হতে পারে, কিন্তু দায়িত্ব আছে প্রত্যেকের। বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের পরিস্থিতি উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেই সেই দায়িত্বের পরিচয় দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কেন এমন ঘটছে, এসবের জন্য কে বা কারা দায়ী, তাদের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন শিক্ষার সার্বিক সুষ্ঠু পরিবেশ। শুধু এই কলেজটিই নয়, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ফিরিয়ে আনতে হবে এই পরিবেশ, লেখাপড়ার পরিবেশ। অতীতে বিভিন্ন সময় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ও বিভিন্ন কলেজেও মারামারি, খুন, জখম লেগে আছে। কতিপয় ব্যক্তির কারণে হাজার হাজার সাধারণ ছাত্রছাত্রীর জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হতে থাকবে, এটাই কি পাকাপাকিভাবে মেনে নিতে হবে! যারা এসব বিরোধ উসকে দেয় তারা প্রকারান্তরে শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা সৃষ্টিতেই সহায়তা করে, দেশের ভবিষ্যতকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। আমাদের সকলকে নতুন করে ভাবতে হবে, দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা চিরতরে দূর করার ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে সত্যিকার আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার-গবেষণার-অধ্যয়নের শান্তিময় স্থিতিশীল পরিবেশ।